৩৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

২০ মে বৈশাখ ১৩৯৪ বাং

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঃ দরজা-জানালাবিহীন স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র —ইত্তেফাক

দুইটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুরবস্থা

মাদারীপুর, ৩রা মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)—মাদারীপুর প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটটি (পিটিআই) নানা সমস্যায় জর্জরিত।

জানা যায়, ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ইনষ্টিটিউটে বর্তমানে ২ শত শিক্ষক শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ লইতেছেন। ১৯৬২ সালে ইনষ্টিটিউটের উন্নয়নের পর এ পর্যন্ত তেমন কোন কাজ হয় নাই।

বর্তমানে সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের পদ সহ ৯টি পদ শুন্য রহিয়াছে। প্রশিক্ষকদের জন্য কোন আবাসিক ব্যবস্থা নাই। জরাজীর্ণ হোষ্টেল ভবনে মহিলারা অবস্থান করিতেছেন। হোষ্টেলের পানি সংগ্রহের জন্য কোন পুকুর নাই। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোন মিলনায়তন নাই। শৌচাগার সমস্যা প্রকট। আগত অভিভাবক-অভিভাবিকাদের জন্য কোন ওয়েটিং রুম নাই।

দারোয়ানদের জন্যও কোন

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

দুইটি প্রাথমিক শিক্ষক

(৩য় পৃঃ পর)

শেড নাই। চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা নাই। নাই খেলার মাঠ। ইহাছাড়া রাস্তার দুরবস্থায় ট্রেনিং কেন্দ্রে যাতায়াতেও দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাই নবাবগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, প্রায় ৪ বৎসর পূর্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পি, টি, আই, কে, সরকারীকরণ করা হইলে প্রশিক্ষকদের বেতন ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রদান ছাড়া এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোন উন্নয়ন ঘটে নাই। ফলে শ্রেণী কক্ষ, অফিস, লাইব্রেরী, কমন রুম, পায়খানা প্রস্রাবখানা খেলার মাঠ, শিক্ষা উপকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান চরম সংকটের মধ্যে রহিয়াছে।

এখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীও নাই। মাত্র দুই কক্ষ বিশিষ্ট টিন শেডে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া পাঠদান শিক্ষকদের বসিবার ব্যবস্থা ও অফিসের কাজ চালান হয়। আসবাবপত্রের অভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও কিছু উপকরণ রাখা হয় নিরাপত্তাহীন ভাবে। একমাত্র অফিস কক্ষটি ছাড়া বাকী কক্ষের কোন জানালা দরজা নাই। সারা রাত জাগিয়া পাহারাদারকে টুল, চেয়ার, ব্লাক বোর্ড পাহারা দিতে হয়। এখানে ২৪টি পদ আছে কিন্তু কর্মচারী রহিয়াছেন মাত্র অর্ধেক। সুইপার, মালি, সহকারী, টাইপিষ্ট, প্রভৃতি পদের কর্মচারীর অভাব রহিয়াছে।

১১৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নাই কোন হোষ্টেল। ফলে তাহাদেরকে বাহিরে থাকিয়া প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হয়। বিদ্যুৎ টেলিফোনও নাই।